ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে কৃষিতে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার প্রত্যয় নিয়ে সকল শেণির চাষীদেরকে তাদের চাহিদাভিত্তিক, ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকরা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। উপজেলার কৃষি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখা, বিভিন্ন ফসলের উন্নত ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, নতুন শস্য বিন্যাস, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ বিস্তৃত করা, ই-কৃষির বিস্তার, বীজ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ই- কৃষি জনপ্রিয় করণ, দলভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং ভূমির ব্যবহারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। ফুলগাজী উপজেলার জনসংখ্যা ১,২৫,৪৪৪ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত চুয়াল্লিশ) জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,১৯৫ (একহাজার একশত পচানব্বই) জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ২৮,৪৭৫ (আটাশ হাজার চারশত পচাত্তর) টি এবং কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১৭,৬৬৪ (সতের হাজার ছয়শত চৌষট্টি) টি। উপজেলার শিক্ষিতের হার ৬৭%। উপজেলাটির পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত, উত্তরে পরশুরাম উপজেলা এবং দক্ষিণে ফেনী সদর উপজেলা। এ উপজেলার বহু লোক মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে বসবাস করে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট উন্নত। বিদেশ থেকে প্রবাসীরা প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেন। এর ফলে অত্র উপজেলায় হত দারিদ্র লোকের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা যায়। ফুলগাজী উপজেলায় ৬ টি ইউনিয়ন (ফুলগাজী, মুন্সীরহাট, দরবারপুর, আনন্দপুর, আমজাদহাট ও জিএমহাট), যেখানে কৃষি ব্লকের সংখ্যা ১৮ টি, বিসিআইসি সার ডিলার ০৮ টি, বিএডিসি সার ও বীজ ডিলার যথাক্রমে ০৩ টি ও ০৪ টি রয়েছে। এ উপজেলায় তিনটি নদী রয়েছে যথা মুহুরী, সিলোনিয়া এবং কহুয়া। নদীগুলোর নাব্যতাসহ টেকসই বাঁধ নিশ্চিত করার ফলে রবি মৌসুমে মুহুরী প্রকল্পসহ স্বাভাবিক সেচের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী জমিতে বোরো ধান, ডাল, ভূট্টা, গম, মসলা জাতীয় ফসল, ফল বাগান, তেল ও শাকসবজির আবাদ সম্প্রসারণ হবে। উপজেলার কৃষি মূলত রোপা আমন কেন্দ্রিক ছিলো। বৃষ্টির পানির মাধ্যমে খরিপ-২ মৌসুমে ধান ও সামান্য সবজির আবাদ হয়ে থাকে। এখানে বিস্তীর্ণ জমি পতিত থাকে যা আবাদের আওতায় নিয়ে আসা, এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রুপান্তর করা এবং দুই ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রুপান্তরের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, কৃষিকে লাভজনক করতে শস্যের বহুমুখীকরণ, খোরপোশ কৃষি থেকে বানিজ্যিক কৃষির যাত্রা করা, কৃষক, বিদেশ ফেরত প্রবাসী ও তরুণ সমাজকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।